সেনা কল্যাণ সংস্থা

সেনা কল্যাণ ভবন
১৯৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা (Veteran Allowance) প্রাপ্তির আবেদনপত্র

১ম পরিচ্ছেদ

(সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্য কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

১। আবেদনকারীর নং ঃ .... পদবী ঃ ....

নাম ঃ .... কোর/রেজিমেন্ট ঃ ....

২। সেনা/নৌ/বিমান বাহিনী/এমওডিসিতে ভর্তির তারিখ ঃ ....

৩। অবসর গ্রহণের তারিখ ঃ ....

৪। অবসর গ্রহণের কারণ ঃ ....

৫। জন্ম তারিখ ঃ .... আবেদনপত্রে স্বাক্ষরিত তারিখে বর্তমান বয়স ঃ ....

৬। স্থায়ী ঠিকানা ঃ ....

গ্রাম ঃ .... ডাকঘর ঃ ....

থানা/উপজেলা ঃ .... জেলা ঃ ....

৭। বর্তমান ঠিকানা ঃ ....

....

টেলিফোন/মোবাইল নম্বর (যদি থাকে) ঃ ....

৮। আবেদনকারীর বর্তমান পেশা ঃ ....

৯। আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি এবং অবসর প্রাপ্তির সনদপত্রের (ডিসচার্জ বহির) সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

প্রত্যায়ন পত্র

এই মর্মে আমি .... ঘোষনা করিতেছি যে, উপরোল্লিখিত বর্ণনা/তথ্যাদি সম্পূর্ণ সত্য এবং কোন প্রকার তথ্যাদি গোপন করি নাই। প্রদত্ত তথ্য মিথ্যা/ভূঁয়া প্রমানিত হইলে আবেদনপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করিলে তাহা মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিব।

স্থান ঃ ....

তারিখ ঃ ....

....
(আবেদনকারীর স্বাক্ষর অথবা বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ)

২য় পরিচ্ছেদ

(সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস্ অফিস কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

১০। অত্র রেকর্ডস্ অফিসে রক্ষিত আবেদনকারী প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত অফিসার/সৈনিকের দলিল দস্তাবেজ, আবেদনকারীর প্রদত্ত তথ্যাদি, আবেদনের সহিত সংযুক্ত সনদপত্র ও অন্যান্য নথিপত্র সমূহ যথাযথভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর মতামত প্রদান করা হইল।

ক। আবেদনকারী প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত অফিসার/সৈনিক কি না ঃ

খ। আবেদনকারী প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত অফিসার/সৈনিক সশস্ত্র বাহিনী হইতে .... বৎসর চাকুরীর করার পর স্বাভাবিক নিয়মে/স্বইচ্ছায়/মেডিকেল বোর্ড আউট/অন্য কোন কারণে/শৃঙ্খলাজনিত কারণে অবসর/অব্যাহতি প্রাপ্ত তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

গ। ডিসচার্জ বহি/দলিল দস্তাবেজ অনুযায়ী জন্ম তারিখ ঃ

ঘ। জন্ম তারিখ অনুযায়ী আবেদনপত্রে স্বাক্ষরিত তারিখে বয়স ঃ

ঙ। বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য/যোগ্য নহে ঃ

চ। অন্যান্য মতামত যদি থাকে ঃ

স্থান ঃ ....

তারিখ ঃ ....

....

কোরো/রেকর্ডস্ কর্তৃপক্ষের সীলমোহর সহ স্বাক্ষর

৩য় পরিচ্ছেদ

(অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ)

১১। উপরে বর্ণিত পরিচ্ছেদ, সংযুক্ত সনদপত্র এবং রেকর্ডস অফিসের মতামত অনুযায়ী বয়সের সঠিকতায় বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা অনুমোদিত হইল/হইল না।

স্থান ঃ ....

তারিখ ঃ ....

....

অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের সীলমোহর সহ স্বাক্ষর

সেনা কল্যাণ সংস্থা প্রদত্ত বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতার নিয়মাবলী

১। সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বয়স ৭০ বা তদুর্ধ্ব (শুত্রমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় অপারেশনে আহত অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৬৫ বৎসর শিথিলযোগ্য) তাহাদেরকে মাসিক অফিসার ১,০০০.০০ জেসিও ৭০০.০০ এবং অন্যান্য পদবীর জন্য ৫০০.০০ টাকা হারে বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা প্রদান করা হইবে।

২। **নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে ঃ**

ক। সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত অফিসার/জেসিও/ওআর/এমওডিসি এবং এনসি(ই) গণ।

খ। কেবলমাত্র বাংলাদেশী নাগরিকগণই বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা পাওয়ার যোগ্য।

৩। **নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা পাওয়ার যোগ্য নয় ঃ**

ক। সশস্ত্র বাহিনী হইতে চাকুরীচ্যুত (Dismissed) সদস্যগণ।

খ। সশস্ত্র বাহিনী হইতে রিক্রুট অবস্থায় অব্যাহতি প্রাপ্ত সদস্যগণ

গ। বিজিবি, পুলিশ, আনসার এবং অন্যান্য বেসামরিক সদস্যগণ

ঘ। সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের পত্নী, সন্তান ও নির্ভরশীল পোষ্যগণ।

৪। **আবেদনপত্র ঃ** সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত আবেদনপত্র পেনশন/ডিসচার্জ বহি প্রদর্শন পূর্বক বিনামূল্যে সংশ্লিষ্ট জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড অথবা রেকর্ডস অফিস হইতে সংগ্রহ করা যাইবে।

৫। **আবেদন করার নিয়মাবলী ঃ**

ক। আবেদনকারী আবেদনপত্রের ১ম পরিচ্ছেদ সঠিকভাবে পূরণ করিয়া সংশ্লিষ্ট সনদপত্র সহ ২য় পরিচ্ছেদ পূরনের জন্য ৩১ অক্টোবর তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস অফিসে প্রেরণ করিবেন।

খ। সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস অফিস সমূহ প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলির তথ্য, সনদপত্র এবং রেকর্ডস অফিসে রক্ষিত দলিল দস্তাবেজ অনুযায়ী পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া মতামতসহ ৩য় পরিচ্ছেদ ওআইসি (অফিসার-ইন-চার্জ) রেকর্ডস কর্তৃক স্বাক্ষর করিবেন এবং ৩১ ডিসেম্বর এর পূর্বে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদন/মঞ্জুরীর জন্য উপস্থাপন করিবেন।

৬। **যাচাই ঃ** সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস অফিস আবেদনকারীর নিম্নলিখিত দলিলপত্র যাচাই করিবেন ঃ

ক। আবেদনকারী প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত অফিসার/সৈনিক কি না

খ। ডিসচার্জ বহি/দলিল দস্তাবেজ অনুযায়ী জন্ম তারিখ সঠিক কি না। বয়সের ক্ষেত্রে হলফনামা (Affidavit) গ্রহনযোগ্য নহে।

গ। প্রদত্ত সনদপত্র যাচাই করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা পাওয়ার যোগ্য কি না।

৭। **বয়োজ্যেষ্ঠ ভাঁতার মাসিক হার ঃ** বয়োজ্যষ্ঠ ভাতার মাসিক হার পদবী অনুযায়ী নিম্নরূপ হইবে। বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতার বাৎসরিক টাকা একত্রে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীর রেকর্ডস অফিস হইতে অবিনিমেয় চেকের মাধ্যমে ভাতাভোগীর ঠিকানায় প্রেরণ করা হইবে ঃ

ক। অফিসার মাসিক ১০০০.০০ (১০০০×১২) = ১২,০০০/- টাকা বাৎসরিক।

খ। জেসিও মাসিক ৭০০.০০ (৭০০×১২) = ৮,৪০০/- টাকা বাৎসরিক।

গ। সৈনিক মাসিক ৫০০.০০ (৫০০×১২) = ৬,০০০/- টাকা বাৎসরিক।

৮। **বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা প্রেরণ পদ্ধতি ঃ** মঞ্জুরীকৃত টাকা (পূর্ণ বৎসর) সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস কর্তৃক নিম্নরূপ পদ্ধতিতে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন (আর্থিক বৎসর - জুলাই হইতে জুন) ঃ

ক। মঞ্জুরী প্রাপ্ত বয়োজ্যেষ্ঠদের নামে অবিনিময়ে চেকের মাধ্যমে প্রেরণ।

খ। সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী যে ব্যাংক হইতে পেনশন উত্তোলন করেন, সেই ব্যাংকের হিসাবের অনুকুলে অবিনিময়ে চেকের মাধ্যমে প্রেরণ। পেনশনার না হইলে ব্যাংক একাউন্ট না থাকিলে আবেদনকারীকে যে কোন ব্যাংকে একাউন্ট খুলিতে হইবে।

৯। **বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা নবায়নের পদ্ধতি ঃ** বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা মঞ্জুরী পুনরায় পরবর্তী বৎসরের জন্য আবেদন করার প্রয়োজন নাই। প্রাথমিকভাবে বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা প্রাপ্তির পর অনুরুপ ভাতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ৩১ ডিসেম্বর এর মধ্যে স্থানীয় ইউনিয়ন/পৌর/সিটি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান/জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড/সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস অফিসার/গেজেটেড অফিসার এর নিকট হইতে জীবিত থাকার সনদপত্র সংগ্রহক্রমে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস অফিস ভাতা নবায়নের জন্য প্রাপ্ত সনদপত্র সমূহ যাচাইক্রমে নির্ধারিত সময়ে মঞ্জুরী কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবেন।

১০। **প্রাপ্তি স্বীকার ঃ** প্রত্যেক বয়োজ্যষ্ঠ ভাতাভোগীকে টাকা প্রাপ্তির পর ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী অবশ্যই প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হইবে।

১১। **বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা বাজেয়াপ্ত করণ ঃ** কমিটি কর্তৃক বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা মঞ্জুরী/অনুমোদনের পর মঞ্জুরীকৃত অর্থের চেক প্রাপ্তির পূর্বেই কোন ভাতাভোগী মৃত্যুবরণ করিলে মঞ্জুরীকৃত ভাতা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে এবং মঞ্জুরীকৃত অর্থ উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হইবে না।

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত যে কোন নিয়মের ব্যতিক্রম, ওভার রাইটিং/ঘষামাজা/ছেঁড়া অথবা অসম্পূর্ন আবেদনপত্র মঞ্জুরী কমিটি কর্তৃক বাতিল করিতে পারিবেন